যুবকদের
প্রতি
উপদেশ

ড. সালমান ফাহাদ আল আওদাহ

অনুবাদ : ইয়াসিন আবদুর রউফ

সম্পাদনা

ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমীন রব্বানী

ড. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

আতিফ আবু বকর

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৩

ISBN 978-984-96869-4-1

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
পূর্বাভাস	৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	
যুবজীবনের কিছু ঝুঁকি	১২
প্রথম ঝুঁকি : সংশয় বা সন্দেহ	১২
দ্বিতীয় ঝুঁকি : মনোকামনা	১২
তৃতীয় ঝুঁকি : আবেগ	১৩
ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি	১৩
প্রথমত : সন্দেহ সংশয়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে দমন	১৩
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ চাওয়া	১৩
উপকারী ইলম এর মাধ্যমে সন্দেহ সংশয় দূর করা	১৩
দ্বিতীয়তঃ মনোকামনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চিকিৎসা	১৪
মনোকামনা রোগের চিকিৎসা হলো দৃষ্টিকে অবনত রাখা	১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে যুবকদের প্রতিবন্ধকতা	১৮
প্রথম প্রকার : ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকতা	১৮
দ্বিতীয় প্রকার: বহিরাগত প্রতিবন্ধকতা	১৮
মুমিনকে পরীক্ষা করা আল্লাহর এক চিরন্তন রীতি	২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
যুবক যখন নেককার	২৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
গর্হিত ও মন্দ কাজের ব্যাপারে যুবকের অবস্থান	২৭
পরিশিষ্ট	৩১

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতপালক। অবারিত রহমত ও শান্তির বারিধারা বর্ষিত হোক আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের প্রতি।

পরকথা, মূলত এই পুস্তিকায় যুবসমাজের প্রতি আমার কিছু উপদেশ রয়েছে, জীবনের এই মূল্যবান সময়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। যে সময়ে শক্তি থাকে পরিপূর্ণ । মনোবল থাকে সুদূরপ্রসারী আর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং হিম্মত থাকে অটুট। এই সময়টি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও কালের পরিক্রমায় মানুষ যৌবন হারিয়ে তারপর বেদনা ও আফসোসের শিকার হয়। যুগের বিবর্তনে তার কাছে সুপরিচিত বিষয়গুলো যেন অপরিচিত লাগতে শুরু করে। চেনা-জানা সবকিছু অজানা অচেনা লাগে। ইমাম আহমদ রহ. বলেন

ما أشبه الشباب إلا شيئا كان في كمي فسقط

আমার কাছে মানব জীবন থেকে যৌবন হারানোর দৃষ্টান্ত হল
"জামার আস্তিনের মধ্যে থাকা কোন কিছু হারিয়ে ফেলার মত"

সুতরাং যুবসমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হল এমন এক ব্যক্তির, যিনি তাদেরকে জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক করবেন, উপদেশ দিবেন ও সাহস বাড়াবেন। সেই সাথে মহান ভালো কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে তাদের শক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন। অনুরূপভাবে তাদের জন্য প্রয়োজন জীবন পথের বিভিন্ন পদস্খলন সম্পর্কে সতর্ক করা; যা তাদের উদাসীন চোখ এড়িয়ে যায়। অতি উচ্ছাসে অস্থির প্রবণতার কারণে তারা সেগুলো বুঝে উঠতেও পারে না। বক্ষমান পুস্তিকাটি মুসলিম যুবসমাজের জন্য একটি পয়গাম। এর মাধ্যমে যুবকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই,

হে যুবসমাজ! তোমরা তোমাদের যৌবনের প্রতি যত্নবান হও। যেন মহান কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া ছাড়া সুন্দর এ সময়গুলো তোমাদের জীবন থেকে অতিবাহিত না হয়ে যায়। নানান বাঁধা বিপত্তি যেন তোমাদেরকে চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে।

হে যুবসমাজ! তোমরা তোমাদের যৌবনের প্রতি যত্নবান হও। কেননা এটাই তোমার জীবনের একটি সুযোগ। আর মনে রাখবে সুযোগের সময় দ্রুতই পার হয়ে যায়। কিন্তু ফিরে আসে অনেক দেরিতে।

হে যুবক! কতই না উত্তম সেই যুবক! যে তার শক্তিকে কাজে লাগায়, সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে। সঞ্জীবনী চেতনা বুকে ধারণ করে যৌবন পার করে। যে যুবকের আমলে থাকে শক্তি সতেজতা এবং তার মধ্যে থাকে সাবলীলতা ও সুদৃঢ়তা।

আমি খুবই মুগ্ধ হই ঐ যুবকের প্রতি যে অবিচল থাকে, এরপর আবার কিছুটা গুটিয়ে আসে। যার দৃষ্টান্ত হলো একটি বেঁধে রাখা পেশীর মতো যা চাইলে প্রসারিত হতে পারে। প্রলম্বিত বাহুর মতো যা আবার গুটিয়ে যেতে পারে। এবং আমার কাছে যুবকের দৃষ্টান্ত হলো উন্নীত শিরের মতো এবং উন্মুক্ত বক্ষের মতো যা লু হাওয়া ও মৃদুমন্দ বায়ু সবকিছুকেই সানন্দে গ্রহণ করতে পারে।

আরো বলতে পারি সেই যুবকের উপমা যেমন, প্রশস্ত পিঠের মতো যা হাস্যোজ্জ্বল মুখে ভারী ভারী বোঝা বহন করে এবং রাবারের বলের মতো থেকে ফিরে আসে ভূমি স্পর্শ করা মাত্রই। সুগঠিত সুস্থ দেহের মতো যার দৃষ্টান্ত হলো স্বর্ণমুদ্রা, যদি তুমি সেটিকে মার্বেলের উপরে নিক্ষেপ করো, তাহলে তার ঝনঝন আওয়াজ

তুমি শুনতে পাবে। যার মধ্যে রয়েছে লোহার সুদৃরতা কিন্তু তার মাঝে এর কোন মিশ্রণ স্পর্শ নেই। লোহার সাথে সে মেলেও না। এমন যুবক যাকে তার পিতা-মাতা উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন। উত্তম পরিচর্যায় সে বেড়ে উঠেছে।

সেই যুবকের প্রতি আমি খুবই মুগ্ধ যে বেড়ে উঠেছে অত্যন্ত সৌখিনতা ও সুন্দর জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু তার মধ্যে নেই কোন মেয়েলিপনা। কাজের সময় বহুদূরে সরিয়ে রাখে সকল সৌখিনতা ও ফ্যাশনকে। যদিও কাজটি হয় কয়লা ও তেল সদৃশ তবুও তেল ও কয়লার মধ্যেই ডুবে যায়। আর যদি হয় জমিনের মতো বিস্তৃত কোন কাজ তাহলে সে মাটির সাথে মিশে যায়। আর যদি হয় ধুলোবালির কোন কাজ তাহলে সে ধুলোবালি আর ধোঁয়ার গন্ধে মানিয়ে নেয় এবং এই বাস্তবতা সে উপেক্ষা করে না।

পরিশেষে যখন একটি দিনের সমাপ্তি ঘটে এবং সে কাজ থেকে অবসর হয় তখন সে গোসলখানায় চলে যায় এবং সেখান থেকে ফিরে এসে আবার তার পূর্বের সৌখিনতায় ফিরে যায় সুস্থতার সাথে। আর কাজের মাধ্যমে এবং পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে সে সুস্থতা অর্জন করেছে।

হে যুবক শোন! বৃদ্ধরা, তাদের যৌবন হারানোর পরেই টের পেয়েছে। তারা কেঁদেছে অঝোর ধারায়। যৌবন হারানোর শোকে তারা কত না আফসোস প্রকাশ করেছে। কিন্তু তখন কি আর লজ্জিত হওয়ার সময় আছে? লজ্জিত হয়েও তখন কিবা হবে! কবি বলেন,

بكيت على الشباب بدمع عيني

فلم يغن البكاء ولا النحيب

ذهب الشباب فعز منه المطلب

وأتى المشيب فأين منه المهرب

যৌবন হারানোর বিরহ বেদনায় কত না অশ্রু আমি ঝরিয়েছি
কিন্তু আমার অশ্রু- ক্রন্দন আসেনিতো কোন কাজে।
যৌবন হারিয়ে গেছে- তার খোঁজে তবু কত না কষ্ট আমি করেছি
বার্ধক্য এসে গেছে তবু, তা থেকে পালাবার কোন পথ কি আছে?!

হে যুবক তোমার হাতে রয়েছে এখন সে সুযোগ। তোমার হাতে রয়েছে জীবনের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আশাকরি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তোমার চলার পথে শক্তি যোগাবে। তোমার সাহসিকতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে । জীবন চলার পথে তোমাকে প্রদর্শন করবে সুপথ।

সুতরাং তুমি ভরসা রাখো আপন রবের প্রতি। সাহায্য চাও তোমার রবের কাছে। কেননা তিনিই তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। দান করবেন তোমাকে অবিচলতা। পদেপদে তোমার উপর অবতীর্ণ করবেন আপন করুণার ফল্গুধারা।

আসসালামু আলাইকুম
তোমারই কল্যাণকামী
সালমান বিন ফাহাদ আল আওদাহ

পূর্বাভাস

মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে বলতে চাই, আমাদের এই জীবন ও বয়স, বিশেষত; যৌবনের নিয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে তার প্রকৃত মূলধন। সে এই মূলধন আল্লাহর আনুগত্যে বিনিয়োগ করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে লাভবান হতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন প্রত্যেককেই কেয়ামতের দিন চারটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নিজের জীবন সম্পর্কে, কোথায় কাটিয়েছে এবং জিজ্ঞেস করা হবে যৌবন, জ্ঞান এবং সম্পদ সম্পর্কে।[১]

আমরা জানি যৌবনকালও জীবনের অংশ। তারপরও কিয়ামতের দিন আমাদেরকে যৌবন সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং আমাদেরকে যৌবন সম্পর্কে দুইবার জিজ্ঞেস করা হবে। প্রথমবার, সমগ্র জীবনের অংশ হিসেবে জিজ্ঞেস করা হবে। দ্বিতীয়বার, বিশেষভাবে যৌবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এখান থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট প্রতিমান হয়-

প্রথমত

বয়সের গুরুত্ব

জীবন বা সময় হলো মানুষের মূলধন। তাইতো কেয়ামতের দিন যখন কোন কাফেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে এবং সে আগুনের লেলিহান শিখা ও প্রখরতা ভোগ করবে তখন আজাব দেখে সে বলবে,

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا غَيۡرَ الَّذِىۡ كُنَّا نَعۡمَلُ ؕ .. ﴿۳۷﴾

> হে আমাদের রব তুমি আমাদেরকে এখান থেকে বের করো। আমরা সৎ কাজ করব। ইতঃপূর্বে যেমনটি করতাম তেমনটি নয়।[২]

তারা পূর্বে দুনিয়াতে যে দিনগুলি অতিবাহিত করেছে, তখন তারা সেই দিনগুলি আবার ফিরে পেতে চাইবে। কিন্তু এতো সুদূর পরাহত। কারণ দুনিয়া তো তার দিন সহকারেই হারিয়ে গেছে। তাই আল্লাহ তাদের চাওয়ার প্রতিউত্তরে ভৎসনা করে বলবেন,

«أَوَلَمۡ نُعَمِّرۡكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ»

> আমি কি তোমাদেরকে জীবন দান করেনি যেখানে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উপদেশ ছিল?[৩]

অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে এই দুনিয়ায় উপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সময় দান করিনি? সুতরাং আল্লাহ তাআলা যাকে জীবন দান করেছেন। সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে তার ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ এসে গেছে। তখন এটা বলে বিবেচিত হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বয়স দান করেছেন, যতটুকু বয়স তার উপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। এজন্য বয়স ষাট অথবা সত্তর হতে হবে এমন জরুরি নয়। বরং বয়স যত বেড়ে যাবে, মানুষের ওজরের বিপক্ষে আল্লাহর প্রমাণ ততো বেড়ে যাবে।

অপর এক হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة.

---

[১] (তিরমিজি শরীফে বর্ণিত হাদীস নম্বর ২৩৪১).

[২] সূরা ফাতির আয়াত ৩৭

[৩] সূরা ফাতির আয়াত ৩৭

> আল্লাহ তাআলা যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেছেন, ষাট বছর পর্যন্ত জীবন দান করেছেন, তার কোন ওজর পেশ করার সুযোগ নেই। [৪]

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হল। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হল। ইসলামকে জানলো, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ কে চিনলো তার ব্যপারে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রমাণ উত্থাপিত হয়েই গেল। যদি সে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যদি কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এখন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন,

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

> আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিনি; যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? এবং আসেনি কি তোমাদের কাছে কোন সতর্ককারী? সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ করো। জালিমদের জন্য আজ নেই কোন সাহায্যকারী। [৫]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত এই জীবন, আল্লাহ তাআলার অপরূপ নিদর্শনসমূহের একটি। সুতরাং তুমি যদি তোমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে দেখো- কে সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাকে এই দুনিয়াতে নিয়ে আসলেন? কে সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাকে দান করলেন এই হৃদয় ও বিবেক? নিশ্চয় তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ। আর তিনি তোমাকে এই জীবন দিয়েছেন কেবলই পরীক্ষা করার জন্য।

মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত দ্বীন ইসলামকে চেনার ক্ষেত্রে এবং সে অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে এই সকল নেয়ামতের (যৌবন ও জীবন) দ্বারা যত বেশি উপকৃত হবে, সে পরকালে ততো বেশি সৌভাগ্যবান হবে। বরং সে ইহকাল পরকাল উভয় জাহানেই সৌভাগ্যবান হবে। আর যে এই জীবনকে যতটুকু পরিমাণে নষ্ট করবে, সে তার নিজের জন্য ততটুকুই লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্যের পথ টেনে নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয়ত

যৌবনের গুরুত্ব

মানুষকে কিয়ামতের দিন তার সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, আবার আলাদাভাবে তার যৌবনকালের কথাও জিজ্ঞেস করা হবে! কিন্তু যৌবনকাল নিয়ে দুইবার প্রশ্ন করার রহস্যটা কি? এর বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে (আল্লাহই ভালো জানেন)। তবে আমরা দুটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই।

---

[৪] সহিহ বুখারী শরীফ হাদীস নম্বর ৬০৫৬

[৫] সূরা ফাতির আয়াত ৩৭